শারহুস সুন্নাহ

ইমাম আল মুযানী আশ শাফি'ঈ

[১৭৫-২৬৪ হিজরি]

শারহুস সুন্নাহ

ইমাম আল মুযানী

⬛ইমাম মুযানীর জীবনী:

পূর্ণনাম: আবু ইবরাহীম ইসমাঈল ইবনু ইয়াহইয়া ইবনু ইসমাঈল ইবনু আমর ইবনু মুসলিম আল মুযানী

জীবনকাল: ১৭৫ হিজরি - ২৬৪ হিজরিতে

শিক্ষকবৃন্দ:
~ইমাম আশ শাফি'ঈ
~ইমাম নু'আইম ইবনু হাম্মাদ আল খুজাই
~ইমাম আসবাগহ ইবনু নাফি প্রমুখ।

তার শিক্ষার্থী:
~ইমাম ইবনু খুজাইমাহ
~ইমাম আবু জাফর আত ত্বহাবী
~ইমাম জাকারিয়া আস সাজি প্রমুখ।

মাযহাব: শাফি'ঈ

কিতাবাদী:
~জামি'উল কাবীর
~জামি'উস সাগীর
~আল মাবসুত ফিল ফুরু
~মুখতাসারুল মুযানী
~ইফসাদুত তাকলীদ সহ আরো!

⬛আহলুল ইল্মের বক্তব্য:

~ইমাম যাহাবী বলেন,"ইমাম, আল্লামাহ, দ্বীনের ফক্বীহ, যাহিদের নিদর্শন।"[সিয়ার আলামিন নুবালা]

~ইমাম ইবনুল জাওযী বলেন,"তিনি ছিলেন আশ শাফি'ঈর সঙ্গী এবং অভিজ্ঞ ফক্বীহ। তিনি হাদিসের ক্ষেত্রে সিকাহ[নির্ভরযোগ্য]।"[আল মুনতাযাম]

~ইমাম আবু সাঈদ ইবনুস সুক্কারী বলেন,"আমি আল মুযানীর সাথে সাক্ষাৎ করেছি এবং তার থেকে অধিক ইবাদাতগুজার এবং নির্ভুল আর কোনো ফক্বীহকে আমি দেখিনি।"[মানাকিবু আশ শাফি'ঈ]

⬛ইমাম মুযানীর রিসালাহ যা তিনি কতিপয়ের কাছে প্রেরণ করেছিলেন:

আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে তাক্বওয়ার মাধ্যমে রক্ষা করুন এবং হিদায়াতের উপর থাকার সফলতা দান করুন।

আমাকে সুন্নাহ থেকে এমন বিষয়ে স্পষ্ট করতে বলেছেন যাতে আপনি এর উপর অনুগত থেকে নিজেকে ধৈর্যশীল করতে পারেন এবং এর দ্বারা সন্দেহজনক বক্তব্য এবং পথভ্রষ্টদের নবউদ্ভাবিত বিষয়ের বিচ্যুতি এড়াতে পারেন।

প্রকৃতপক্ষে আমি আপনাকে একটি স্বতন্ত্র এবং আলোকিত মানহাজ আন্তরিক পরামর্শ হিসেবে ব্যথ্যা করবো যা আমার কিংবা আপনার দিকে নিসবত করা যাবেনা। আমি হিদায়াতের মালিক আল্লাহ তা'আলার প্রশংসা দিয়ে শুরু করবো। সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য যিনি স্মরণের সর্বাধিক প্রাপ্য এবং যাকে অবশ্যই শোকর জানাতে হবে। আমি তার প্রশংসা করি যিনি এক এবং চিরঞ্জীব যার কোনো নারী সঙ্গী কিংবা সন্তান নেই। তিনি সমান থাকার উর্ধ্বে। না তিনি কারো মতো, না কেউ তার মতো। তিনি আস সামি , আল বাসির, আল আলিম, আল খাবির, আল মানি', আর রাফি'।

⬛আল উলু'

মহামহিম আল্লাহ তার আরশের উর্ধ্বে সমুন্নত এবং তিনি তার ইল্ম দ্বারা সৃষ্টির নিকটবর্তী। তার ইল্ম [সমস্ত] বিষয়াবলি বেষ্টন করে আছে এবং সৃষ্টির জন্য যা তিনি আদেশ করেছিলেন[তাকদীর] তা সম্পন্ন হয়।"চক্ষু সমূহের খিয়ানত এবং অন্তরসমূহ যা গোপন রাখে, তিনি তা জানেন।"[কুরআন ৪০:১৯]

⬛আল ক্বাদা ওয়াল ক্বাদর

সুতরাং সৃষ্টি তার পূর্বজ্ঞান অনুসারেই কাজ করে এবং তারা তা ই পালন করে যা তিনি ভালো এবং মন্দ থেকে তাদের জন্য সৃষ্টি করেছেন। তারা নিজেরাই নিজেদের আনুগত্য থেকে উপকৃত হতে পারেনা এবং তারা নিজেদেরকে অবাধ্যতা থেকে প্রতিহত করতে
সক্ষম হিসেবে পায়না, প্রতিরক্ষার মতো।

⬛মালাইকা

তিনি সৃষ্টির কোনো প্রয়োজন ব্যতিরেকেই নিজ ইচ্ছায় সৃষ্টি করেছেন। সুতরাং তিনি সমস্ত মালাইকাকে তার বাধ্যতার জন্য সৃষ্টি করেছেন এবং তিনি তার ইবাদাতের দিকে তাদেরকে স্বাভাবিকভাবেই ইচ্ছুক করেছেন। তাদের মধ্যে থেকে মালাইকারা যারা তার ক্ষমতা দ্বারা আরশ বহন করে। তাদের মধ্যে একটি দল আরশ বেষ্টন করে আছে যারা প্রতিনিয়ত তার প্রশংসা করে। এবং অন্যরা তার প্রশংসা এবং সম্মান করে। তিনি তাদের মধ্যে থেকে বার্তাবাহক পছন্দ করেন এবং তাদের কেউ তার আদেশ পালন করেন।

⬛আদম আলাইহিসসালাম

তারপর তিনি নিজ হাতে আদমকে সৃষ্টি করলেন এবং জান্নাতে থাকতে দিলেন।এবং এর পূর্বে তিনি তার জন্য পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন এবং তাকে বৃক্ষের নিকটে যেতে নিষেধ করলেন।প্রকৃতপক্ষে তার ক্বাদা তার উপর অতিক্রম করলো এবং সে তা হতে খেলো। অতঃপর তিনি তা দ্বারা তার পরীক্ষা নিলেন যা তাকে নিষেধ করেছেন। তার শত্রু তাকে পরাজিত

করেছিল এবং তাকে বিপথগামী করেছিলো। এবং তাকে বৃক্ষ থেকে খাওয়ানোই তাকে আল্লাহর পৃথিবীতে প্রেরণের কারণ ছিলো। সুতরাং তা থেকে না খাওয়ার তার কোনো উপায় ছিলো না, না তা থেকে বেরিয়ে আসার কোনো কারণ।

⬛জান্নাত এবং জাহান্নাম

অতঃপর তিনি জান্নাতের জন্য আদম সন্তানদের থেকে মানুষ সৃষ্টি করেন। সুতরাং তারা আল্লাহর ইচ্ছায় আমল করে। তিনি জাহান্নামের জন্য আদম সন্তান থেকে মানুষ সৃষ্টি করেন।অতঃপর তিনি তাদের জন্য সৃষ্টি করেছেন যা কোনো চক্ষু কখনো দেখেনি, কোনো কর্ণ কখনো শ্রবণ করেনি, যা কোনো হৃদয়ে বোধগম্য নয়।তারা হিদায়াত থেকে পৃথক হয়ে গেছে এবং তারা তাকদীরের নির্ধারণ মোতাবেক জাহান্নামের অধিবাসীদের মতো আমল করে।

⬛ঈমান
ঈমান হলো বক্তব্য ও আমল এবং এই দুইটিই সমান।এগুলো একে অন্যের সাথে সংযুক্ত এবং আমরা এগুলোর পার্থক্য করিনা।আমল ব্যতীত ঈমান নেই এবং ঈমান ব্যতীত আমল নেই। মুমিনরা ঈমানের ক্ষেত্রে অস্থির থাকে এবং নেক আমল দ্বারা নিজেদের ঈমান বৃদ্ধি করে। কবিরা গুণাহের জন্য তারা ঈমান থেকে বের হয়ে যায় না, কোনো কবীরা গুণাহ কিংবা অবাধ্যতার জন্য তাদেরকে তাদেরকে তাকফীর করা হয়না। ভালো আমল করে এমন কাউকে আমরা নিশ্চিতভাবে জান্নাতী বলতে পারিনা তবে তারা ব্যতীত যাদের জান্নাতে যাবার ব্যাপারে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি বলেছেন। এবং আমরা সাক্ষ্য দেইনা যে পাপ করলো সে[নিশ্চিতরূপে] জাহান্নামী হবে।

⬛কুরআন

এবং কুরআন হলো আল্লাহর কালাম। ইহা তার থেকে এসেছে এবং এটা মাখলুক নয় তাই এর ধ্বংস হবেনা।

⬛আল্লাহর সিফাতসমূহ
এবং আল্লাহর বাণী, আল্লাহর কুদরত, তার বর্ণনা এবং তার গুণাবলি সবই নিখুঁত এবং তা সৃষ্ট বস্তু নয়।সেগুলো অনন্ত এবং চিরন্তন এবং এগুলো সদ্য-সৃষ্ট নয়, তাই সেগুলো ধ্বংস হবেনা।আমাদের রব্বের কোনো ঘাটতি নেই, তাই কোনোকিছুর মধ্যে কোনো বৃদ্ধি করবেন না।তার সিফাতসমূহ সৃষ্টির বৈশিষ্ট্যের সাথে সাদৃশ্য থাকার উর্ধ্বে এবং সবচেয়ে বুদ্ধিমান বর্ণনাকারীও সেগুলো বুঝতে পারেনা। যারা তাকে ডাকে তিনি তিনি তাদের জবাবের নিকটেই, তিনি ক্ষমতার সাথে দূরে আছেন যা কোন ক্ষতি করেনা।তিনি তার আরশের উর্ধ্বে এবং সৃষ্টি থেকে পৃথক। তিনি অস্তিত্বে, অনস্তিত্বে নয়, না তিনি অনুপস্থিত।

⬛মৃত্যুর নির্ধারিত সময়

প্রত্যেক সৃষ্টি ই তার নির্ধারিত সময়ে মৃত্যুবরণ করবে যখন তার রিজক বন্ধ হয়ে যাবে এবং তাদের আমল বন্ধ হয়ে যাবে।

⬛কবর
অতঃপর সেগুলো নিবারণের পরে কবরে তাদেরকে প্রশ্ন করা হবে।

⬛পুনরুত্থান এবং হিসাব

এবং অতঃপর তারা পঁচে যায় এবং বিস্তৃত হয়। কিয়ামতের দিন তারা তাদের পালনকর্তার সামনে একত্রিত হবে। এবং হিসাবের সময়ে তার উপস্থিতিতে তারা তার সামনে প্রকাশিত হবে। মীযান এবং উন্মুক্ত আমলনামার উপস্থিতিতে আল্লাহ তা'আলা আমলের হিসেব গ্রহণ করবেন এবং লোকেরা তাদের কৃতকর্ম ভুলে যাবে। এটি এমন একটা দিনে ঘটবে যার দৈর্ঘ্য পঞ্চাশ হাজার বছর যদি আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত সৃষ্টির মধ্যে অন্য কেউ বিচারক হয়। যাই হোক, আল্লাহ তা'আলা পার্থিব জীবনের পরিচিত সময়ের মধ্যে সুবিচারের মাধ্যমে তাদের মধ্যে ফায়সালা করবেন। তিনি দ্রুততম হিসাবগ্রহীতা। তিনি যেমন তাদেরকে দুর্ভাগ্য এবং সুখ থেকে শুরু করেছেন,তেমনি তারা সেদিন ফিরে আসবে - একদল জান্নাতে, একদল জাহান্নামে।

⬛জান্নাহ

এবং জান্নাতবাসীরা সেদিন জান্নাতে উপভোগ করবে। তারা সব ধরনের আনন্দেই আনন্দিত হবে এবং তাদের উপর সর্বাধিক উত্তম অনুগ্রহ [করা] হবে।

⬛আর রু'ইয়াহ

সুতরাং তারা তাদের পালনকর্তার দিকে তাকাবে। তারা যখন তাকে দেখবে তখন তারা এদিকে সেদিকে তাকাবে না এবং তারা সন্দেহ করবেনা। সুতরাং তাদের মুখ তার উদারতা দ্বারা জ্বলজ্বলে হবে, তারা আল্লাহর দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকবে, আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্ব দ্বারা। তারা সেখানে চিরস্থায়ী সুখী অবস্থায় বাস করবে এবং,

"সেখানে তাদেরকে ক্লান্তি স্পর্শ করবে না এবং তারা সেখান থেকে বহিষ্কৃতও হবে না।"[কুরআন ১৫:৪৮]

"তার খাদ্যসামগ্রী ও তার ছায়া সার্বক্ষণিক। যারা তাকওয়া অবলম্বন করেছে, এটি তাদের শুভ পরিণাম আর কাফিরদের পরিণাম আগুন।"[কুরআন ১৩:৩৫]

আহলুল জুহদ[একগুঁয়ে প্রত্যাখ্যানকারী] এবং তাদের রব্বের মধ্যে পর্দা পড়ে যাবে এবং তারা জাহান্নামে প্রজ্বলিত হবে।

"তারা যা নিজেদের জন্য পেশ করেছে, তা কতো মন্দ যে, আল্লাহ তাদের উপর ক্রোধান্বিত হয়েছেন এবং তারা আযাবেই স্থায়ী হবে।"[কুরআন ৫:৮০]

এবং,

"আর যারা কুফরী করে, তাদের জন্য রয়েছে জাহান্নামের আগুন। তাদের প্রতি এমন কোনো ফায়সালা দেয়া হবে না যে, তারা মারা যাবে, এবং তাদের থেকে জাহান্নামের আযাবও লাঘব করা হবে না। এভাবেই আমি প্রত্যেক অকৃতজ্ঞকে প্রতিফল দিয়ে থাকি।"[কুরআন ৩৫:৩৬]

আল্লাহ তা'আলা আহলুত তাওহীদের মধ্যে থেকে যাকে ইচ্ছা তাকে [জাহান্নাম থেকে] বের করবেন।

⬛নেতা এবং শাসকের আনুগত্য এবং তাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের নিষেধাজ্ঞা

এবং আল্লাহর সন্তুষ্টির ক্ষেত্রে শাসকদের আনুগত্য করা এবং আল্লাহর অসন্তুষ্টির ক্ষেত্রে তাদের থেকে দূরে থাকা। তাদের শত্রুতা এবং জুলুমের প্রতিক্রিয়ায় তাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ পরিত্যাগ করা। এবং আল্লাহর কাছে তাওবাহ করা যাতে তারা তাদের প্রজাদের দিকে ঝুকতে থাকে।

⬛আহলুল কিবলাকে তাকফির করা থেকে বিরত থাকা

এবং কিবলাহর অনুসারীদেরকে তাকফির করা থেকে বিরত থাকা। তারা যা কিছু উদ্ভাবন করে সে অনুযায়ী তাদের থেকে নিজেকে মুক্ত রাখা যতক্ষন না তারা পথভ্রষ্টতা উদ্ভাবন করে। সুতরাং তাদের মধ্যে যে গোমরাহীর উদ্ভাবন করবে সে আহলুল কিবলার সাথে ভিন্নমতাবলম্বী এবং দ্বীনের একজন দলত্যাগী। আর একজনকে অবশ্যই নিজেকে এমন ব্যক্তির হাত থেকে মুক্ত করে আল্লাহর নৈকট্য লাভ করতে হবে। তাকে অবশ্যই বর্জন করতে হবে, অবজ্ঞায় রাখতে হবে, তার গ্রন্থি এড়াতে হবে কারণ এটি জীবাণু ভরা গ্রন্থির চেয়েও প্রতিকূল গ্রন্থি।

⬛সাহাবী
রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর খলিফা আবু বকর আস সিদ্দীক রাদিআল্লাহু আনহু কে শ্রেষ্ঠত্ব সহকারে উল্লেখ করা হয়। সুতরাং সে সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ এবং রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর পরে সেরা। তার পরে আমরা আল ফারুকের প্রশংসা করি এবং তিনি হলেন উমার ইবনুল খাত্তাব রাদিআল্লাহু আনহু। তারা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর দুজন মন্ত্রী, তার কবরের নিকটের সাথী এবং তারা জান্নাতেও তার সাহাবী হবেন।
তৃতীয় হিসেবে গণনা করি:যুন নুরাইন উসমান ইবনু আফফানকে।
অতঃপর শ্রেষ্ঠ এবং দ্বীনদারিত্বের অধিকারী আলী ইবনু আবি তালিব।

শ্রেষ্ঠত্ব সহকারে তাদের নাম উল্লেখ করা হয় এবং তাদের ভালো আমলসমূহ উল্লেখ করা হয়। তাদের মধ্যে যে মতানৈক্য হয়েছে আমরা সেগুলো খোড়াখুড়ি করা থেকে বিরত থাকি। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর পরে তারা পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মানুষ। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সঙ্গ দেয়ায় আল্লাহ তা'আলা তাদের উপর সন্তুষ্ট এবং তিনি তাদেরকে দ্বীনের সমর্থক বানিয়েছেন। তারা দ্বীন এবং মুসলিমদের ইমাম।

⬛ইমামের পিছনে সালাত আদায় করা এবং তাদের সাথে জিহাদ এবং হজ্ব করা

এবং জুমু'আহর সালাত অবশ্যই ত্যাগ করা যাবেনা এবং উম্মাহর নেককার এবং গুণাহগার ব্যক্তির পিছনে এই সালাত আদায় করা বাধ্যতামূলক যতক্ষণ না সে বিদ'আত থেকে মুক্ত। যদি সে পথভ্রষ্টতার সূচনা করে তাহলে তার পিছনে কোনো সালাত নেই। জিহাদ এবং হজ্ব প্রত্যেক শাসকের সাথে করতে হবে হোক সে ন্যায়বান কিংবা জালিম।

⬛সালাতে সংক্ষিপ্তকরণ, সফরে সিয়াম ভাঙ্গা বা না ভাঙ্গা

এবং সফরে সালাত সংক্ষিপ্ত করা এবং সাওম ভঙ্গ করা কিংবা না ভঙ্গ করার পছন্দ থাকা। কেউ ইচ্ছা করলে সিয়াম পালন করতে পারে কিংবা ভঙ্গ করতে পারে।

⬛বক্তব্যগুলো সম্পর্কে পূর্ববর্তী হিদায়াতপ্রাপ্ত ইমামদের ইজমা

এই বক্তব্য এবং আমলের ব্যাপারে হিদায়াতপ্রাপ্ত মুতাকাদ্দিনীন ইমামদের ইজমা রয়েছে। আল্লাহর হিদায়াতে তাবি'ঈগণ তাদের উপর আকড়ে থাকে

এবং সেগুলোকে অনুসরণীয় উদাহরণ হিসেবে গ্রহণ করে এবং সেগুলো নিয়ে সন্তুষ্ট থাকে। তারা এই বক্তব্যগুলোর অতিরিক্ত কিছু থেকে দূরে থাকেন। তাই আল্লাহর সাহায্যে তারা সঠিক পথের উপর থাকেন এবং সফল হোন। তারা ইত্তিবা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেননি। তারা এই বক্তব্যের বাইরে যাননি কারণ তারা[বাইরে গেলে] চরম হয়ে যেতো এবং সীমালঙ্ঘনকার করে ফেলতো। সুতরাং আমরা আল্লাহর উপর ভরসা করি এবং নির্ভর করি। এবং আমরা ইমামদের বক্তব্যের সাহায্যে আল্লাহর নিকট পৌছার ইচ্ছা পোষণ করি।

⬛

সুতরাং এটি সুস্পষ্ট করার জন্য এবং এটিকে ব্যাখ্যা করার জন্য আমার কাছে সুন্নাহর এই ব্যাখ্যা রয়েছে।
তাই আল্লাহ যাকে সাফল্য দান করবেন, আমি যা স্পষ্ট করে বলেছি তা পুরোপুরি পালন করবে এবং আল্লাহ তায়ালার সহযোগিতা সহকারে ফরয দায়িত্ব পালন করে এবং অশুদ্ধতা বা অপবিত্রতার বিরুদ্ধে সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ, আনুগত্যের সাথে যথাযথভাবে পবিত্রতা অর্জন, পরিশ্রমী এবং সামর্থ্যবান ব্যক্তিদের জন্য হজ্ব এবং, যাদের সুস্বাস্থ্য আছে তাদের একমাস সাওম পালন করা এবং পাঁচ ওয়াক্ত সালাত যা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দ্বারা নির্ধারিত ছিল তা এবং এই নামাজের পরে প্রতি রাতে সালাতুল বিতর এবং ফজরের দুই রাক'আত এবং আল-ফিতর ও নহরের সালাত [যেমন দুটি ইদের সালাত] এবং সালাত রয়েছে তখন যখন সৌর ও চন্দ্রগ্রহণের ঘটনা ঘটে এবং বৃষ্টির সালাত যখন তা ফরয হয়।

এবং একজনকে অবশ্যই পাপের বিষয়গুলি এড়িয়ে চলতে হবে এবং একজন নামিমাহ [কুৎসা রটনা করা], মিথ্যা বলা, গীবত করা এবং অন্যের বিরুদ্ধে সীমালঙ্ঘনের ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত। আর না জেনে আল্লাহ সম্পর্কে কথা বলা পাপ। এগুলি সবই কবীরা গুণাহ।

⬛
এবং উপার্জন, খাবার, পত্নী, পানীয় এবং জামাকাপড় সম্পর্কে সতর্ক থাকা এবং এসবের লোভ/লালসা বা আকাঙ্ক্ষা এড়ানো, যেহেতু তারা পাপ কাজের প্রতি ধাবিত করে করে।

সুতরাং যে কেউ পাপের আশেপাশে ঘুরাফেরা করে সে এতে লিপ্ত হবার ঝুঁকিতে থাকে। সুতরাং যে ব্যক্তি পাপ কাজগুলি এড়ানো সহজ মনে করে, সে দ্বীনের হিদায়াতের উপর আছে এবং আল্লাহর রহমত সম্পর্কে তিনি আশাবাদী। আর আল্লাহ আমাদের এবং আপনাকে তার অনন্তকালীন সম্মান এবং তার অতি উদারতা ও মহিমায় তার সরল পথ অনুসরণ করার তাওফিক দান করুন। আপনার উপর এবং যারা আমাদের প্রতি সালাম প্রেরণ করে তাদের উপর শান্তি, করুণা ও অনুগ্রহ বর্ষিত হোক।আর বিপথগামীদেরকে শান্তির শুভেচ্ছা জানানো হয় না। সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি বিশ্বজগতের পালনকর্তা।

আমরা আল্লাহর প্রশংসা ও নিয়ামত নিয়ে এ গ্রন্থটি সমাপ্ত করেছি।আর মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম , তার পরিবার, তার সাহাবা এবং তার পবিত্র স্ত্রী-গণদের উপর আল্লাহর প্রাচুর্যপূর্ণ- অশেষ সালাত ও সালাম বর্ষিত হোক।